প্রকাশ কাল
১৫ই মে ১৯৫৯
১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬

প্রচ্ছদ :
রবীন চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর :
আশিস কুমার ঘোষাল কর্তৃক
ড্রুক হাউস, ২/১৬, অশোক নগর
টালীগঞ্জ, কলিকাতা-৭০০ ০৪০

সুর – সাথী

১

সূচীপত্র

১। নয়ন ভরিয়া গোপনে দেখি যে
২। তুমি হৃদি মম করিয়াছ জয়
৩। ওগো আমার স্বপ্নে পাওয়া প্রিয়া
৪। ভালো যদি বাসো প্রিয়
৫। তোমারে যে ভালো বেসেছি
৬। প্রদীপ শিখা বলো
৭। যে ছবি নয়নে আজ জেগেছে
৮। যে মালা গেঁথেছি—নিরজনে বসি
৯। সে মোর দুয়ারে এসেছে যতবার
১০। সে আমারে ভালোবেসে হায়
১১। যাহারে ভুলিয়া তুমি রহিলে
১২। আমার মনে গোপন বনে
১৩। ওরে আমার মন
১৪। মন মোর বোঝে নাক' সখি
১৫। ভুলিবার নয় ভুলিব কেমনে
১৬। এসেছিলে তুমি মোর কাছে যবে
১৭। আমি গান গাই সে তো হৃদয়ের
১৮। আমাবে তুমি ভুলে গেছ বুঝি
১৯। তোমার যা কিছু কথা
২০। আজ আমি একা
২১। আমার তোমায় বড় ভালোলাগে
২২। আমি তোমায় আমার কথা বলবো
২৩। তোমার আমার দু'টি মন
২৪। সরম লাগে কইতে কথা
২৫। ভুলবে যদি ভেবেই থাক
২৬। দু'টি হিয়া দু'টি মন
২৭। আঁধার ঘরের দুয়ার ঠেলে
২৮। আমার জীবনাকাশে
২৯। আমি কভু তোমায় ছাড়া
৩০ আমার তোমাকে বলার

নয়ন ভরিয়া গোপনে দেখি যে
অপরূপ রূপ তোমারই,
আহা কি মধুর আঁখি দু'টি তব
(ওগো) কবে হবে শুধু আমারই ?

আসো যাও তুমি যখন সে ক্ষণে
কেমনে বুঝিবে কিবা হয় মনে
তোমারি আশায় দিন রাতি যায়
তোমারে ভুলিতে না পারি !

যৌবন ভরা তনুখানি মম
পূর্ণ প্রেমের সুধাতে,
উজার করিয়া নিবেদিতে চাই
আমার প্রেমের পূজাতে।

এত আশা মনে সবই বৃথা যায়
কি হবে উপায় মন ভেবে নাহি পায়,
কেমনে ভুলিব শয়নে স্বপনে
মুরতি দেখি তোমারই।

তুমি হৃদি মম করিয়াছ জয়
জানি ওগো জানি জানি,
পরাজয় মাঝে এত সুখ আছে
মম মন নেছে মানি'।

তোমার আমার মনে কত আশা,
উভয়ের প্রাণে কত ভালবাসা,
মিলনের ক্ষণে হইনি নিরাশা
শুনে তব মধু-বাণী।

প্রতিক্ষা মোব হবে অবসান
আমার তোমার এক হবে প্রাণ
মোরা এক সাথে গাব প্রেম গান
ধুয়ে মুছে ব্যথা গ্লানি।

আমার যা কিছু জমা আছে চিতে,
সকলি উজাবি তোমা' চাহি দিতে,
তোমার সকাশে শুধু চাহি নিতে
তব প্রেম যতখানি।

ওগো আমার স্বপ্নে পাওয়া প্রিয়া,
নিতুই তব প্রেমের পরশ পায় যে মম হিয়া।
গভীর রাতে আসি,
যাও যে ভালবাসি'
সকল ব্যথা ভুলিয়ে দে যাও
তোমার প্রীতি দিয়া।
যখন আমার আঁখির 'পরে
ঘনিয়ে আসে ঘুম,
তখন তুমি জাগিয়ে তোলো
দিয়ে সোহাগ চুম।
ঘুম ভেঙ্গে যায় যবে,
কোথায় পালাও তবে,
কাটাই আমি দিবস বেলা
তোমার স্মৃতি নিয়া।
ওগো আমার স্বপ্নে পাওয়া প্রিয়া।

ভালো যদি বাসো প্রিয়
তবে আসিও
কাছে ডাকিও,
ছুটে যাব কাছে
হাত ছু'টো ধ'রে নিও।

প্রাণে এই আশা
অনুরাগে ভালবাসা
দিও শুধু একটুকো দিও।

দায়সারা ভালবাসা নিয়ে
চাহিনা করুণা কুড়াতে,
তাপিত হৃদয় চায়
(তোমার) প্রেমের সলিলে জুড়াতে

আশা পথ চেয়ে চেয়ে,
কত দিন গেল বয়ে,
তুমি ত' প্রিয় আস না
ভাল কি বাসনা মোরে বাস না;
তবুও ছাড়িতে আশা
পারি না প্রিয়।

(ওগো) তোমারে যে ভালবেসেছি
আমার হৃদয় সাথে তোমার হৃদয়খানি
বাঁধিতে প্রেমের ডোরে চেয়েছি !

তুমি দিলে না ধরা কাছে আসিয়া,
ডাকিলে যাও যে দূরে সরিয়া
আমি অবাক নয়নে রই চাহিয়া
ব্যথায় অশ্রু বারি ফেলেছি।

প্রেমের প্রদীপ যদি তুমি না জ্বালো,
রবে এ হৃদয় শুধু আঁধার কালো।
ওগো আপন তুমি না যদি হবে,
ব্যর্থ জীবন মম জানিব তবে,
বেঁচে ত' লাভ কিছু হবে না ভবে
মরণই শ্রেয় শুধু জেনেছি।

প্রদীপ শিখা বলো
কাঁপিয়ে তনু কার ইসারায়
ঊর্দ্ধপানে চলো ?
ওগো আমায় বলো বলো।

বাতাস এসে তোমার কানে
কি কথা কয় কে তা জানে
কেমন করে বুঝবো প্রাণে
তার প্রেমে কি টলো ?
ওগো আমায় বলো বলো।

আঁধার ঘরে তোমার আলো
দূর করে দেয় আঁধার কালো
আমার মনের ঘুচিয়ে আঁধার
প্রেমের শিখা উঠলো
ওগো আমায় বলো বলো।

যে ছবি নয়নে আজ জেগেছে আমাব
সে ছবি তোমার ওগো সে ছবি তোমার
অধরে চপলা হাসি
রয়েছে কেমনে ভাসি'
ওগো আমি যে ভালবাসি
ও হাসি তোমার।

তুমি সরেছ দূরে
প্রেম দেউল হ'তে
হৃদে কামনা জেগে
তবু তোমারে পেতে
প্রাণের পিপাসা যাহা
আজও মেটেনি তাহা
তাই নয়নে মূরতি আহা
জাগিয়া তোমার।

যে মালা গেঁথেছি নিরজনে বসি
গোপনে তুলিয়া ফুল,
(ভাবি) সে আসি দাঁড়ালে পরাব গলায়
হবে না হবে না ভুল।

যার পথ চাহি বহে যায় বেলা
সে কেন আসিতে করে অবহেলা
এ আশা বিফলে যাবে কি গো মোর
জলে ভরে আঁখি-কূল।

হৃদয় দেউল খুলিয়া রেখেছি—
ধূপ-দীপ ফুলবাসে,
যাহার লাগিয়া এত আয়োজন
কই সে সেখানে আসে?

আঁখির মাঝারে যারে হেরি শুধু,
আমারে ভুলিবে কেমনে সে বধু—
আসিবে আসিবে আসিবে সে মোর
ইথে নাহি কোনও ভুল।

সে মোর দুয়ারে এসেছে যতবার,
তাড়ায়ে তাহারে দিয়েছি ততবার।
সে গিয়াছে চলি
কোন কথা না বলি
শুধু দিয়াছে ঢালি
তার নয়নের ধার।

এবে তাহার তরে
মোর পরাণ কাঁদে
সাধ বাঁধিয়া রাখি
তারে বাহুর ফাঁদে
দ্বার খুলিয়া রাখি
পথে চাহিয়া থাকি
হায় সে বড় প্রিয়
(আমি) বুঝেছি এবার।

সে আমারে ভালবেসে হায়
অবশেষে কেন ভুলে যায়
আজও আমি তারে ভালবাসি
তার মুখে খেলিত যে হাসি
সেই হাসি প্রাণে শুধু চায়।

আশা পথ চেয়ে বসে আছি
শুকায়েছে ফুল মালাগাছি
আঁখি দু'টি জলে ভরে যায়।

পথ দিয়ে চলে যায় দেখে
কোনও কথা বলে নাকো ডেকে
তবু প্রাণ তারে শুধু চায়

যাহারে ভুলিয়া তুমি রহিলে সরে গো,
ব্যাকুল হৃদয়ে কেঁদে কেঁদে সে মরে গো।
যাহারে ভালবেসে
কাঁদালে অবশেষে
ভালবাসা তবে কেন দিতে গেলে তারে গো?

শূন্য পুষ্প ডালা
শূন্য আসন,
শুষ্ক শ্রীহীন আজি
হৃদয় কানন।

এ দশা হ'য়েছে আর শুধু তোমা তরে গো
যাহারে ঠেলিলে পায়
তোমারে সে তবু চায়
তোমারে জানাতে গো।
জানাতে মনোব্যথা শুধু তোমারেই পারে গো।

আমার মনে
গোপন বনে
যে ফুল ফুটে আছে,
সে ফুল তোমার
দিব উপহার
হৃদয়েতে আশা আছে।

তোমার তবে আমার সে ফুল,
যতন নিতে হয় না যে ভুল।
আমার এ মন
ধায় অনুক্ষণ
তোমার পাছে পাছে

তোমার আমার মনের কথা,
রইলো আজও নীরব যে তা'।
কোথায় তুমি
কোথায় আমি
পাইনা তোমায় কাছে।

ওরে আমার মন,
মিছা মিছে তাহার পিছে
ছুটিস নে প্রাণপণ।

সে তোরে চায়—এ ভুল আশা,
চায়না সে তোর ভালবাসা,
যৌবনে তোর একি নেশা
জাগলো রে এখন।

ও পথে যে ভীষণ কাঁটা
ফুটবে যবে পায়,
মরবি কেঁদে যন্ত্রনাতে
দেখবে না কেউ হায়

তোর এই অলীক আকাঙ্খারে,
দিসনেরে ঠাঁই মনের ঘরে,
দুর কোরে দে-রাখিস না রে
নয় সে আপন জন।

মন মোর বোঝে নাক' সখি,
কেবলি তাহারে চায়,
গাঁথা মালা শুকায়ে গিয়াছে
বেদনারই তাপে হায় !

দিবস রাতি তাহারই লাগি,
কত কি কথা ভাবিতে থাকি
আশার কুসুম নিয়ত ফুটি,
নিয়ত ঝরিয়া যায়।

কোন সে পরম ক্ষণে
হ'য়েছিল পরিচয়,
সেই সে আমাকে তার
করে নিল প্রেমে জয়।

তাহারি সকাশে পেয়েছি যাহা
সে বিনে মোরে কে দিবে তাহা
প্রেমের ঠাকুর না আসে যদি
কি করি সখি উপায়।

ভুলিবার নয় ভুলিব কেমনে
তাহারে কি ভোলা যায়,
আঁধারে আলোক সেই দিল জ্বালি'
মন প্রাণ করি জয়।

সেই ত' হৃদয় গগনের বিধু,
তাহারে ভুলিতে চাই না কো কভু
মম মন-বনে সেই ত কুসুম
সুরভি বিলাতে রয়।

তার মত প্রেম কে দিবে আমায়
এ মর জগতে আর,
তাই ত' জেনেছি সেই ত' জীবনে
পরম রতন সার।

অনুরাগ ভরা হৃদিখানি তার,
দিয়াছে আমায় প্রেম উপহার
প্রেমিক মহান তার মত খুঁজে
পাবো না ধরণী ময়।

এসেছিলে তুমি মোর কাছে যবে
কহিনিকো কোনও কথা
অবনত মুখে ফিরে গেছ তুমি
বুকে লয়ে কত ব্যথা
ঝরেছিল জল আঁখি দু'টি হ'তে
সে যেন বরষা জল ছল ছল।

আমি শুধু চেয়ে দেখেছি সে রূপ
তবুও হয়নি মমতা।
সকল চূর্ণ হয়েছে
দূরে গেছে অভিমান,
আশাহত আজি তোমারে যে চাই
দিতে চাই মন প্রাণ।

অভিমান করে থেকো নাকো দূরে,
অনুতাপানলে যাই জ্বলে পুড়ে
তুমি ছাড়া মোর কে ঘোচাবে আর
হৃদয়ের মলিনতা।

আমি গান গাই সে তো হৃদয়ের
বেদনার গান গাওয়া,
ফুল ফোঁটা বনে ফুল ঝবে যায়
তারে তো হয় না পাওয়া

পেয়েও পাই না যবে কাছে আসে
কেন তবে তারে চাই ভালবেসে
মিলনের মধু ক্ষণ ফিরে ফিবে যায়
বৃথা কি তাহারে চাওয়া।

আলো ছায়া সম আশা কবে খেলা
সন্ধ্যা ও দিনে বাতে,
জানিনাতো আমি কবে হবে শেষ
এই খেলা জীবনেতে।

আমার তৃষ্ণায় সে যে শীত বারি,
তাই তো তাহাবে ভুলিতে না পারি,
সে যে তরু মোর মরু হৃদয়ের
চাই যে তাহারই ছাওয়া।

আমারে তুমি ভুলে গেছ বুঝি
আমি তো তোমারে ভুলিনি,
তোমার দেওয়া মালা গাছি গলে
আজিও ভুলিয়া খুলিনি।

শুধু আসা পথ সমুখের পানে,
আঁখি ছুটে যায় মোর ক্ষণে ক্ষণে,
মনের গহনে অভিযোগ বাণী
ক্ষণেক তরেও তুলিনি।

নীলনভতলে জোছনা হাবায়
সুরভিত ফুল ফোটে,
পূবালী আকাশে তরুণ অরুণ
আঁধাব টুটায়ে ওঠে।

আমার এ প্রেম কভু নহে ম্লান,
আমাব বীণায় তব সুর গান
আশা জেগে আছে হৃদয় গহনে
নিরাশা দোলায় দুলিনি।

তোমার যা কিছু কথা আমারে বলো
আমার যা কিছু কথা তোমারে বলি,
উভয়ের কথা আজ হোক বলাবলি।

আকাশের চাঁদ আর আকাশের তারা
কেবল তারাই শুনুক দিক পাহারা
মনের কপাট খুলি' দিই দুজনায়
সকল বিঘ্ন বাধা দলি'।

জীবনের প্রেম সুরা
অনুরাগ পেয়ালায়,
ভরে দেবো যত পারি
তুমি আমি দুজনায়।

আমাদেব এ মিলন হবে চির অক্ষয়,
কেহ কভু কাবো কাজে মানিবো না পরাজয়,
না পাওয়ার ব্যথা খানি
জাগিত যা ক্ষণে ক্ষণে,
আমাদের মন থেকে যাক তা চলি।

আজ আমি একা তুমি নেই কাছে
ভাবিলে সে কথা মনে,
প্রাণে পাই ব্যথা দু'চোখেতে ধারা
বহে যায় সেই ক্ষণে।

ঝরে গেছে ফুল শুকায়েছে মালা,
প্রেমের দেউলে দীপ নেই জ্বালা,
মন-বনে আর ভ্রমর ভ্রমরী
রত নয় গুঞ্জনে।

নদীতে জোয়াব নেই তো
শুকায়ে গিয়াছে বাবি,
নেই মধুমাস স্নিগ্ধ সমীর
তারাও গিয়াছে ছাড়ি।

মিলন শয্যা শূন্য যে পড়ে,
কে আর কাহারে বাধে বাহু ডোরে
আজ তুমি কোথা গেছ বহু দূরে
পাবনাকো মর-ভুবনে।

আমার তোমায় বড় ভাললাগে
তুমি কেন তাহা বোঝো না,
মন শুধু পড়ে থাকে তোমারি পথ চেয়ে
আমার কি তুমি খোঁজ রাখনা ?

এই বুঝি আসো কাছে
এই পাব দেখা
নিরালা বিজন পথ আমি শুধু একা
বিফলে যাবে কি দিন
তুমি আস কই
তবু আমি কভু ফিরে যাবো না।

লাজ ভয় অপমান যাক দুরে যাক,
আমাদের প্রেমদীপ শুধু জ্বলে থাক,
তুমি শুধু কাছে এসে বলে যাও
"তুমি আছ আমি আছি
উতলা কেন হও"—বলনা।

আমি তোমায় আমার কথা বলবো
তুমি শুনবে আমি বলবো আমি বলবো,
তুমি আমায় তোমার কথা বলবে
তুমি বলবে আমি শুনবো আমি শুনবো।

যদি ওঠে ঝড় কোন ভয় নেই
তবু বসে রবো মুখোমুখী দু'জনেই
আমাদের যত কথা
বুকে আছে যত গাঁথা
উভয়েরই বাধা ঝাঁপি খুলবো।

পথে আছে যত বাধা
সব দূরে চলে যাক
প্রেম কলি ফুটে উঠে
ফুলে ফুলে ভোরে থাক।

তুমি শুধু পাশে থেকে
যেও নাকো দূরে গো,
মোর গানে তুমি রবে সুন্দর সুরে গো,
প্রেমের উজান স্রোতে তুমি আমি একসাথে
ঢেউ-এর দোলায় মোরা দুলবো।

তোমার আমার দু'টি মন
পাখা মেলে উড়ে যায়,
যেমন পাখীরা ওড়ে
সুদূর ওই আকাশে গায়।

কেবা কার অনুরাগে
ধরা দেয় কার ডাকে
আকুলি ব্যাকুলি দু'টি মন
উন্মুখ ইশারায়।

সাগর তো ঠিক থাকে নদী ছুটে আসে
তাই তো সাগর তাকে এত ভালবাসে
তাই তো তাদের প্রেম কভু না ফুরায়
তুমি দূরে থেকো নাকো
এস মোর কাছে,
তুমি যদি চলো আগে
আমি যাবো পাছে।

প্রেমের পশরা সাথে
নানা ফুল ভরা তাতে
গাঁথি মালা সযতনে পরাব তোমায়।

সরম লাগে কইতে কথা তোমার সাথে
তবুও তোমায় চায় মন প্রাণ
স্বপন দেখি তোমায় রাতে।

তুমি-ও-তো কই কওনা কথা
কেবলই প্রাণে দাও যে ব্যথা
প্রেমের দেউল শূণ্য আমার
জ্বলে না প্রদীপ দিনে ও রাতে।

মনে পড়ে মোর প্রথম যে দিন
দেখিলে আমায় নয়ন তুলে,
বসাতে তখনই চেয়েছি তোমায়
প্রেমের দেউল দুয়ার খুলে।

কহনি কথা পালালে ছুটে
হাসিয়া মৃদু অধর পুটে
ভুলিনি তোমার সে হাসিটি আজও
জড়ায়ে আছে তা স্মৃতির সাথে।

ভুলবে যদি ভেবেই থাক
ভুলেই তবে যাও,
ভোলার আগে বাঁশীটিরে
ভেঙ্গে দিও যাও।

করেছিলাম অনেক আশা
ভাঙ্গবে না সুখের বাসা
তোমার আমার ভালোবাসার
বিনাশ কেন চাও ?

তোমার বাঁশীর সুরে সুরে
পাগল হলো মন,
জেনেছিলাম হৃদয়শ্বামা—
তুই পরম ধন।

আজ কি হ'লো বুঝতে নারি,
ঝরছে কেন দুঃখের ঝাবি
তোমার আমার এই ব্যবধান
তুলতে কেন চাও ?

দু'টি হিয়া দু'টি মন এক বৃন্তে দু'টি ফুল
হবে যে কখন,
অনাগত সেই দিন বাজাবে মধুর বীণ্
সে দিনের কথা ভাবি
যখন তখন।

নানা ফুল আভরণে,
পাবি যত সযতনে,
সাজাবো সাজাবো তোমায়
মনের মতন,
সে দিনের কথা ভাবি
যখন তখন।

মনের আকাশে কত মেঘ ভেসে যায়
সেই মেঘে ভেসে ভেসে যাই
মনের বাগানে রাত পাখী গান গায়
ভাষা তার— তোমায় যে চাই।

আশা পথ চেয়ে আছি—
লয়ে ফুল মালা গাছি
কবে কোন শুভক্ষণে
হবে আগমন।

আঁধার ঘরের দুয়ার ঠেলে,
যখন এলে প্রদীপ জেলে,
আমি আমার আঁখি মেলে
তোমায় তখন দেখলাম;
ভালবেসে কাছে এলে
তাইতো তোমায় পেলাম।

তোমার আঁখির স্নিগ্ধ আলো
দুর করলো মনের কালো
প্রাণে বড় লাগলো ভালো
তুমিই আমার এই কথাটি
তখন আমি জানলাম।

মনের দেউল দুয়ার খুলি'
আসন দিলাম পাতি;
তুমি আমায় শোনালে সেই
প্রেমের মহান গীতি।

যা কিছু মোর পাবার আছে,
পেলাম সবই তোমার কাছে
(তাই) অনুরাগে আমি আমায়
তোমায় সঁপে দিলাম।

আমার জীবনাকাশে তুমি আলো জোছনার
এই জানি — এ জানাই শ্রেয়,
আমার বীণার তারে তুমি সুর-ঝঙ্কার
তুমি মোর অতি বরণীয়।

আঁধারে আলোক ফুলেতে গন্ধ
হৃদয় কাব্যে ভাষা ও ছন্দ—
জীবনে জীবন — মহা-আনন্দ
তাইতো তুমি মোর স্মরণীয়।

প্রেমের কুসুম ফোটে
হৃদয় কাননে নব হরষে,
সে শুধু তোমারই প্রিয়—
তোমারই মধু পরশে।

নয়নে তোমার রূপ মনোরম
দেখেছি—জেনেছি হে প্রিয়তম
আমার জগতে তুমি চির অনুপম
তা' কভু যায় না ভোলা প্রিয়।

আমি কভু তোমায় ছাড়া
চাই না কারেও আর,
তাই তোমার হৃদয় পুরে
চাই যে বারে বার।

বাসবো ভাল তোমায় শুধু
তুমিই আমার পরাণ বধু
তোমার আসার জন্য আমার
মুক্ত রবে দ্বার।

বাসতে ভালো তোমায় আমার
আছে চির অধিকার
আমার যত যা কিছু আছে
দেবো নেবো তোমার কাছে
তোমার কাছে চাওয়া পাওয়ার
আমিই মুখ্য দাবীদার
আমার কাছে তোমার যে প্রেম
এ কণ্ঠের মনিহার

আমার তোমাকে বলার অনেক কথা আছে,
বলবো শুনবে তুমি এসো আমার কাছে।

আমার এ প্রেম তোমার প্রেমে ধন্য
চির কালের থাকুক হ'য়ে গণ্য
ফাগুন বাতাস সে শুধু তোমার জন্য
ফুটন্ত ফুল বসন্তে গাছে গাছে।

আমার গানে তোমার রবে ভাষা
আমার গানে তোমার দেওয়া সুর
আকাশ বাতাস মাতাল করে দেবে
সুরে সুরে হবে চারিদিক ভরপুর।

মনের আধারে তুমি আছ সুধা হ'য়ে
আমি ঘুরি ফিরি সেই সুধা বুকে লয়ে
বড় আনন্দ দিনগুলি যায় বয়ে
যত দিন রবে তুমি ওগো কাছে কাছে

সুর - সাথী

২

সূচীপত্র

১। আজ শ্রাবণের সজল হাওয়া
২। সাঙ্গ হ'লো আমার গীতি
৩। লালিমা লিপ্ত উষার ভালে
৪। আজি মধুর রাতে
৫। আমার মনের গোপন বাণী
৬। এসেছ আজিকে তুমি
৭। কে জাগালে
৮। মোরে কি কথা বলিতে চাও
৯। আমার ফুলের বনে ফুল মধু খেতে
১০। তোমার কাছে যাবার তরে
১১। পিছে ফেলে গেছে বলাকার সার
১২। সাজাব তোমারে ওগো
১৩। ভুবন ভরে নামলো যখন
১৪। ঝড়ের আঘাতে নড়ী ভেঙ্গে গেছে
১৫। আমারে কি ভুলে গেলে
১৬। তোমার আঙ্গিনা দিয়ে যাব
১৭। উপল রঙ্গিন খুঁজতে গিয়ে
১৮। তুমি যে আমার মরু
১৯। আজ চাঁদের হাসিটি
২০। সন্ধ্যাতারা ওগো সন্ধ্যাতারা
২১। আমি ত' জানি না তুমি
২২। যখন আমি শয্যা পরে
২৩। যদি হৃদয়বৃন্তে তব করুণায়
২৪। তোমার কাছে এলেম আমি
২৫। ফিরে চেও না
২৬। একটুখানি মিষ্টি হেসে
২৭। আমার অশ্রুসজল কাহিনী
২৮। স্মৃতির আঁধারে হাতরিয়ে ফিরি
২৯। ও সুজন নেয়ে

আজ শ্রাবণের সজল হাওয়ায়
বাদল ধারার অঝোর ধার,
কাহার মনের গোপন গৃহে
আজকে আমার অভিসার॥

কোন কুঠিরে না জানি,
জ্বালিয়ে দিয়ে দীপ খানি,
জাগছে আমার কাতর প্রিয়া
ব্যর্থ করুণ মুখটি তার।

শূন্য তাহার মনের কোণে,
চাইছে মোরে সঙ্গোপনে,
আমার তরে হয়তো প্রিয়ার
ঝরছে আঁখে অশ্রুধার।

বৃষ্টি মুখর আঁধার রাতে,
মিলতে যে চাই তাহার সাথে,
খুঁজে না পাই দিশা তাহার
বৃথাই খুঁজি বারং বার।

সাঙ্গ হ'লো আমার গীতি
এবার তোমার গান গাও,
আমার সুরে ভরল না ভুবন
তোমার সুরে ভুবন ভরাও।

আকুল করা তোমার গীতি,
সবার প্রাণে জাগায় প্রীতি,
দীপ্ত তোমার সুরের ছোঁয়ায়
ঘুমন্তেরই ঘুম ভাঙাও।

আমার সুরে জড়ের মাঝে
জানলো নাকো প্রাণ,
তোমার সুরের পরশ বিনা
বৃথাই আমার গান।

সুরে তোমার প্রাণের পরশ,
প্রাণে জাগে অসীম হরষ,
কণ্ঠে তোমার অভয় গীতি
আশার বাণী সবে শুনাও।

লালিমা লিপ্ত উষার ভালে
কণক অরুণ রাজে,
সোহাগ শিশির শিক্ত অবণী
মধুর শোভন সাজে।

সমীর শিহর লতিকা বিতানে
কুসুমের কেলি কাননে কাননে
মুখরিত মহী বিহগের গানে
উজ্জ্বল বেনু বাজে।

দুরগত হ'ল হৃদয়ের যত
বেদনা ও অভিমান,
যৌবন আজি জড়তামুক্ত
জেগেছে নবীন প্রাণ।

হৃদয়ে জেগেছে কত কিনা জানি,
নয়নে ফুটেছে তব ছবিখানি,
মরণ-হরণ তব মধুবাণী
ঝঙ্কৃত মন মাঝে।

আজি মধুর রাতে,
মম আঙ্গিনা ধন্য হউক
তব চরণ পাতে ।

মম অঞ্জলি ভরা ফুল
সাজাবে তোমার চরণ রাতুল ।
মম অন্তর ধন,
এস এস আজি
মধুর সাজি'
সুন্দর উচ্ছল হাসির সাথে ;—
মধুর রাতে ॥

স্ফুট কুসুম বাসে
মধু জ্যোছনা হাসে
মম অন্তর বাস
প্রেমে পূর্ণ হউক
ধন্য হউক,
সোহাগ প্লাবিত দেহে
পুলক সাথে ;—
মধুর রাতে ।

আমার মনের গোপন বাণী
পায়নি আজও সুর,
ওগো আমার সুরের রাজা
(তুমি) কোথায় কত দূর ?

মূক ভাষা মোর মুখর হবে কবে,
সকল ব্যথা অস্তমিত হবে,
সফল আশা নিরাশারে
করবে ভেঙ্গে চূর ?

যে সুর আমি তুলতে যে চাই
আবেগ অনুরাগে,
দাও খুলে দাও রুদ্ধ দুয়ার
প্রকাশ পথ মাগে।

তোমার সুরের পরশ পেলে
সকল বাধা ফেলবো ঠেলে,
সফল প্রকাশ বাণীর সুরে
ভরবে ভুবন পুর।

এসেছ আজিকে তুমি
নবীন বেশে,
মোর আকুল চঞ্চল
হৃদয় দেশে।

মরমের আবেগ প্রীতি
মিলনের মধুর গীতি
জাগিয়া উঠিল আজি
হরষে ভেসে।

আমার মনের যত
ব্যথার বাণী,
দূর হ'য়ে গেল সব
দুঃখ গ্লানি।

প্রেম ভরে ধরিয়া হাতে
লহ মোরে তোমার সাথে
জীবনের চলা পথে
ভালবেসে।

কে জাগালে,
মম সুপ্ত হৃদয়কলি কে জাগালে ?
মম আধ ফোটা কুঁড়িটিরে কে ফোটালে,
প্রিয় কে জাগালে ?

মম হৃদয় কুঁড়িটি ছিল তন্দ্রারত,
ছিল অরূপ শঙ্কিত লজ্জানত,
তার অরূপ টুটায়ে তারে কে সাজালে,
প্রিয় কে জাগালে ?

যদি ঘোচালে আঁধার তার দানিয়া আলো,
যদি হৃদয় ভরিলে তার বাসিয়া ভালো,
পীযূসে গন্ধে রূপে যদি ভরালে
প্রিয় কে জাগালে ?

তুমি সার্থক করো মোর স্ফুটনখানি
আমার ভিতর দিয়া তোমার বাণী
হোক প্রকাশিত তব প্রেম স্বরূপখানি
প্রিয় যদি জাগালে ।

মোরে কি কথা বলিতে চাও
ওগো বলে যাও শুধু বলে যাও,
কাছে এসে কেন নীরব নয়নে
মুখ পানে শুধু চাও।

মনের ভাষারে মুখর করিতে
কোমল অধর দেখেছি নড়িতে
তবু কেন তুমি পারনা বলিতে
যে কথা বলিতে চাও।

মনের যে ভাষা প্রকাশের পথে
নীরবে গিয়াছে থামি,
মিনতি মাখান নয়ন ভাষায়
সে কথা জেনেছি আমি।

তব মুখে তবু শুনিবার লাগি'
শ্রবণ পাতিয়া রহিয়াছি জাগি'
প্রকাশ ব্যথায় যে বাণী কাঁদিছে
রুদ্ধ রেখোনা খুলে দাও।

আমার ফুলের বনে ফুল মধু খেতে
অনেক প্রজাপতি এসেছিল,
চোখ ভরা রঙে রাঙা ঝকমকে ডানা মেলে
আমার গগনে তারা ভেসেছিল।

আলতো বাতাস ছোঁয়া আলোকে ভরা
যেন দ্যুলোক দিয়েছিল ভূলোকে ধরা
নাচে গানে মাতোয়ারা মুগ্ধ করা
উচ্ছল কত হাসি হেসেছিল।

গোধূলি আলোয় মাখা দিনের শেষে,
তারা কোথা চলে গেল সুদূরে ভেসে।

আজি এ রোমন্থিত স্মৃতি ভিড়ে,
যেন আবছা আনন কার জাগিছে ধীরে
মনে পড়ে সুখভরা আবেশে ঘিরে
কে যেন আমায় ভালবেসেছিল।

তোমার কাছে যাবার তরে
আমায় যবে ডাকলে প্রিয়,
বৃথাই হ'লো ডাকা তোমার
মত্ত ছিলাম গর্ব্বে স্বীয়।

তোমার অমল প্রেমের দানে,
দিইছি ঠেলে তুচ্ছ জ্ঞানে,
আজকে কি হায় ডাকবে মোরে
ওগো আমার স্মরণীয়।

সংসারের এই রুক্ষাঘাতে আমার অবসান,
চোখের জলে দুর হ'য়েছে সকল অভিমান।

তোমার ডাকের অপেক্ষাতে
রইছি আমার শ্রবণ পেতে
সবহারা এই নিরাশ জনে
তোমার কাছে ডেকে নিও।

পিছে ফেলে গেছে বলাকার সার
একটি ক্লান্ত পাখী,
সাথী হারা পাখী ডাকিছে তাদের
নিদহারা দু'টি আঁখি।

সাথী নাই আজ সাথেতে তাহার
মুছাতে বেদনা নয়নের ধার
কে শুনাবে তারে বাণীটি আশার
হতাশারে দুরে রাখি।

ভুবন ভরিয়া নামিছে আঁধার
ডুবিছে সকল ভালো,
ক্লান্ত নয়ন যেদিকে ফিরায়
দেখে নাকো আশা আলো

সুদুর লক্ষ্যে উড়ে গেছে যারা
চলমান স্রোতে পিছুটান হারা
শত আবাহনে দেবে নাকো সাড়া
বৃথা করে ডাকাডাকি।

সাজাব তোমারে ওগো ফুলের সাজে,
তাই দূরেতে সরায়ে দেছি সকল কাজে,
বাছিয়া এনেছি কুসুম রাজি
এনেছি ভরিয়া ফুলের সাজি
তোমার অঙ্গ সাজাব আজি
রূপের শোভাতে চাঁদ লুকাবে লাজে।

ফুলেব নূপুব কটিতে মেখলা
ফুলের কাঁকন ফুল বাজু বালা
সাতনবী চিক গলে ফুল মালা
কুসুম কর্ণশোভা স্বরূপে রাজে।

অধরে তাম্বুল কাজল নয়ানে
কপালে সিন্দুর পরাগ বয়ানে
বেণীতে ফুলদল মনের ধ্যায়ানে
মাথায় পরায়ে দিব ফুলের তাজে।

ভুবন ভরে নামলো যখন
জ্যোৎস্না আলোর বান
তখন তুমি উদাস সুরে
গাইতে ছিলে গান
পথে যেতে দাঁড়িয়ে গিয়ে
তোমার পানে র'লাম চেয়ে
সুরের ধারা হৃদয় ভরে
করলাম আমি পান ;—
যখন তুমি মধুর সুরে
গাইতেছিলে গান।

আকুল করা গানের সুর
অশ্রু এল নামি.
আমার তরে নয়কো এ গান
এই ত' জানি আমি।

যার তরেতে সুর অঞ্জলি ঝরে,
তারেই তুমি নাও গো বরণ করে,
আমি শুধু দাঁড়িয়ে দুরে
শুনবো তোমার গান ;-
যখন তুমি আপন মনে
গাইবে মধুর গান।

ঝড়ের আঘাতে নীড় ভেঙ্গে গেছে
সাথী গেছে কোথা উড়ে,
সাথীহারা পাখী কাঁদিয়া ঘুরিছে
ডাকিছে করুণ সুরে ।

দু'জনেতে মিলি বেঁধেছিল নীড়,
ছিল কত আশা ভাষা সুনিবিড়,
কতনা সোহাগ ভালবাসা ছিল
উভয়ের হৃদি পুরে ।

ক্ষণেকের বিরহ সহিতে না পারি'
উতলা হ'ত সে সাথী,
কেমনে ভুলিয়া রহিয়াছে ছাড়ি'
নিদহারা কাটে রাতি ।

ঝড়ের আঘাতে সেকি গেছে সরে,
পৃথিবীর মায়া ছাড়ি চিরতরে
আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে দুলিয়া
ভেবে ভেবে মরে ঘুরে ।

আমারে কি ভুলে গেলে ?
ধুলি লুণ্ঠিত পথহারা আমি হাত ধরে তুলে নিলে।
কত কথা তুমি আমার শ্রবণে শুনালে,
ভালবাসা দিয়ে হৃদয় নিলয় পুরালে,
মনের মতন যতনে আমারে সাজালে
আদর সোহাগ ঢেলে।

তোমার হৃদয়ে হৃদয় মিলায়ে বাধিনু বীণায় সুর,
একই তরণীর আরোহী আমরা পাড়ি দিনু কত দূর।

গোধুলি লগনে শান্ত নদীর তীরে,
আমাব পাশেতে আবার আসিবে ফিরে
কথা দিয়ে মোরে মুছায়ে নয়ন নীরে
কোথা তুমি চলে গেলে ?

তুমি ফিরে এসে আদরে তুষিবে জ্বলিবে প্রেমের বাতি,
তোমার ডাকেতে সাড়া দিব বলে নিদহারা কাটে রাতি।

ঘনায়ে আসিছে জীবন সন্ধ্যা বেলা
আকাশ ডাকিছে ঘন কালোমেঘ মেলা
ঝড়ের আভাসে সাগর দিতেছে দোলা
এখনও না ফিরে এলে,
আমারে কি ভুলে গেলে ?

তোমার আঙ্গিনা দিয়ে যাব
তুমি কি দেখিবে না মুখ তুলে ?
তোমারে শুনাতে গান গাব
তুমি কি শুনিবে না মান ভুলে ?
সুবাসিত অনুরাগ প্রেমের মিলাপ,
হৃদয় বাসনা জাত রক্ত গোলাপ
তোমার কাছেতে দিয়ে যাব
তুমি কি পারিবে না বেণীমূলে।

অভিমান কেন হেন মনের মাঝে
তা'ত জানি নি,
কি দোষে দোষী আমি তোমার কাছে
ওগো অভিমানিনী।

আমার শান্তাকাশে তুলি' এত ঝড়,
কেমনেতে তুমি থাক' নীরব নিথর
তবুও তোমারে সব দিয়ে যাব
তুমি কি হাসিবে না মন খুলে ?

উপল রঙ্গিনে খুঁজতে গিয়ে
নীল সাগরের কুলে,
স্বপ্নে যারে দেখেছিলাম—
আকাশ পটভূমি—
সে কি তুমি সে কি তুমি ?

সাগর তীরে দাঁড়িয়ে ছিলে
সূর্য্য মুখী হ'য়ে,
ঢেউগুলি সব উতল হ'য়ে
যাচ্ছিল পা ছুঁয়ে,
আঁচল খানি লুটিয়ে ছিল
সাগর বেলা চুমি ;—
সে কি তুমি ওগো সে কি তুমি ?

তারেই যেন খুঁজেছিলাম সারা জীবন ধরে,
ভেবেছিলাম তারেই নেব জীবনসাথী করে।
আজকে যারে দেখতে পেলাম
শান্ত প্রভাত বেলা,
মৃদুল সমীর মত্ত তাহার
আঁচল নিয়ে খেলা।
স্বপ্নে দেখা মানস প্রিয়া
রাঙ্গায় মানস ভূমি ;—
সে কি তুমি ওগো সে কি তুমি ?

তুমি যে আমার মরু হৃদয়ের মৃগ তৃষিকর
নিয়ত টানিছ তোমারই পিছনে
ও মোহ সঞ্চালিকা
তোমারে দেখেছি প্রভাত সোনালী কিরণে
তোমারে দেখেছি নিদাঘ উজল গগনে,
নিশীথ আকাশে হেরিয়াছি যেন,
সুদুরের নিহারিকা
যখনই ছুটেছি তখনই দুরেতে সরেছ
যখনই থেমেছি তুমিও থামিয়া চেয়েছো,
চোখের ইশারে হাসির ঝলকে ডাক যে আবার
একি প্রহেলিকা।

আমি কি ছুটিব তোমারই পিছনে
বুক ভরা আশা লয়ে,
তৃষিত এ হিয়া হবে না তৃপ্ত
তব প্রেম ধারা পিয়ে।

পাব না জেনেও ছুটিব তোমারই টানে,
মুক্তি পাব না কখনও তোমারই আকর্ষণে,
কভু একদিন পড়ি মরুতলে
নিভিবে জীবন দীপিকা
সে দিনও কি তুমি দুরে রয়ে যাবে ওগো মায়া মরিচীকা।

আজ চাঁদের হাসিটি এত উছল কেন,
আজ বাতাসের ছোঁয়া প্রেম পরশ যেন
আজ ফুলের গন্ধ কেন মন মাতালো,
(জানি) তুমি যে আমায় আজ বেসেছো ভালো।

আজ পাখী কূজনে এত সুর কাকলি,
আজ ফুল ফল নদী জল মধু সকলই
আজ নীলিমা আকাশ রঙ মন রাঙ্গালে
(জানি) তুমি যে আমায় আজ বেসেছো ভালো।

আজ পুলকিত কায় কেন শিহর জাগে,
আজ নিখিল প্রকৃতি এত মধুর লাগে,
কেন আঁধার হৃদয়ে এত উজল আলো
(জানি) তুমি যে আমায় আজ বেসেছো ভালো।

আজ মন চায় কেন সব বিলায়ে দিতে
নাহি চায় চাওয়া পাওয়া হিসাব নিতে,
কুল ভাঙ্গা খুশী স্রোতে সবই ভাসালো,
(জানি) তুমি যে আমায় আজ বেসেছো ভালো।

সন্ধ্যাতারা ওগো সন্ধ্যাতারা,
ঝলমলে ঝিকিমিকি হাসিটি নিয়ে
আমার নয়নে তুমি দিলে যে ধরা।
সান্ধ-গগনে তুমি প্রকাশ যবে,
দিবসের সব কাজ ফুরায় তবে,
বিশ্রামাকাঙ্খী এ দেহে ও মনে
জেগে ওঠে পুলকে সাড়া ।

প্রিয় দরশন লাগি উতলা সাথী
শান্ত হ'লো পেয়ে তোমার দেখা,
সমাগত হ'লো ক্ষণ ঘরেতে ফেরার
শেষ হ'লো পথচাওয়া রিক্তা একা।

নীলিম আকাশে তুমি উদিত হ'লে
জীবনের কোন গান শুনাবে ব'লে,
কি আশার বাণী বল বিলাবে তাদের
পথে যেতে সব কিছু হারাল যারা।

আমি ত' জানি না তুমি
কাদের বাড়ীর মেয়ে,
চলতে পথে থমকে গিয়ে
আমার পানে রইলে কেন চেয়ে।

নীড় ছেড়েছে অনেক দিনই পাখী,
ছিঁড়ে গেছে ভালবাসা অনুরাগের রাখী,
টানবে পিছে এমন যে আর
নাইকো কেহ বাকী
তাই ত' আমি সব খুইয়ে
চলেছি পথ বেয়ে।

কাজল কালো অবাক চোখের
চাহনি খানি দেখি,
মুঞ্জরিত চাইছে হ'তে
শুষ্ক তরু একি ?

তোমার টানে থাকবো কি এই গাঁয়ে,
বাঁধবো কি ঘর শ্যামল গাছের ছায়ে
ভুলবে কি হায় যাযাবরের জীবন
তোমায় কাছে পেয়ে।

যখন আমি শয্যা 'পরে
ছিলেম ঘুমের ঘোরে,
গভীর রাতে কখন তুমি
এলে আমার ঘরে।

মোর শিয়রে পুলক বশে
হয়তঃ বসেছিলে,
আমার পানে সোহাগ ভরা
নয়ন মেলেছিলে,
চেয়েছিলে মনের কথা
বলতে আদর করে।

আজ প্রাতে যেই ঘুম ভাঙ্গলো
প্রভাত রবির করে,
ফেলে যাওয়া মালাখানি
কুড়িয়ে পেলাম ঘরে।

কেন তুমি মধুর স্বরে
আমায় জাগালে না
চলে গেলে চুপিসারে
কি পেলে সান্ত্বনা
কেন আমায় বাঁধলে নাক
প্রীতি প্রেমের ডোরে।

যদি হৃদয় বৃন্তে তব করুণায়
প্রেমের কুসুম ফোটে,
রূপে ও গন্ধে নিখিল বিশ্ব
পুলকে শিহরি ওঠে।

সব কোলাহল ব্যর্থ নিরাশা,
শান্ত তৃপ্ত হৃদয় পিপাসা,
চির সন্তোষে ভরে যে জীবন
অমৃতের স্বাদ মেটে।

চির নিঃস্বতা নিমেষে পূর্ণ
এমনি প্রেমের মহিমা,
চাওয়া পাওয়া সব দ্বন্দ্ব বিভেদ
দূরগত ক্রোধ কালিমা।

দূরে ঠেলা পায় যাহারা ঘৃণায়
তাদেরও হৃদয় কোলে নিতে চায়
প্রেমের পরশে এক হ'য়ে যায়
উঁচু নীচু অকপটে।

প্রেমধারা দিয়ে হৃদয় কাননে
প্রেমের কুসুম ফুটাও যতনে
যেন কলুষ গন্ধে ভরা এ পৃথিবী
সুবাসিত হ'য়ে ওঠে।

তোমার কাছে এলেম আমি
অনেক দিনের পরে,
এখন কি হায় আগের মত
নেবে আদর করে ?

কর্ণকুহর ভরিয়ে দেবে
শান্ত মধুর স্বরে,
রোমাঞ্চ আজ উঠবে কি আর
সারা শরীর জুড়ে'
প্রেমসোহাগে ভরিয়ে দেবে
হৃদয় উজাড় করে ?

রিক্ত আজি নিঃস্ব আমি
কিছুই নাহি জানি
কি দিয়ে আজ ভরিয়ে দেবো
তোমার কোমল পাণি ?

সব ডুবেছে কালের স্রোতে
ঘূর্ণী ঝড়ের বেগে,
তোমার প্রতি প্রেমটুক আজ
আছে শুধুই জেগে।

তাই নিয়ে আজ দ্বন্দ্ব দোলায় দুলি'
এলেম তোমার দ্বারে।

ফিরে চেও না চেও না প্রিয়, চেও না,
দুঃখ ভরা বিষাদের গান তুমি আর
গেও না গেও না প্রিয় গেও না।

আমার এ কথা শুনে কেন ব্যথা পাও,
তবু অশ্রু উতল আঁখি মুছে নাও মুছে নাও।

জীবনেতে কারও চির বসন্ত ত' থাকে না
থাকে না থাকে না প্রিয় থাকে না।

সোনাঝরা দিনগুলো উড়ে গেছে
পাখা মেলে,
অতীতে স্মৃতিগুলি রেখে গেছে
পিছে ফেলে।

মন্থনে কোথা সুধা ওঠে শুধু হলাহল
জীবনের মালা হ'তে ঝরে গেছে ফুলদল
সে বাসী ঝরা ফুলে মালা আর
গেঁথ না গেঁথ না প্রিয় গেঁথ না।

একটুখানি মিষ্টি হেসে
আমায় যদি ডাকলে,
তবে কেন অমন করে
আড়ালে মুখ ঢাকলে।

সহাস তোমার ডাকটি পেয়ে
পতঙ্গ কি হায় এলাম ধেয়ে,
মিষ্টি হাসির আলোক শিখা
সামনে জ্বেলে রাখলে।

তোমার প্রেমের পরশ পাব
এমন আমি ভাবিনি,
তোমায় নিয়ে আকাশ কুসুম
স্বপ্ন মালা গাঁথি নি।

নিস্তরঙ্গ সাগর কোলে
ডাক যে তোমার তুফান তোলে
আমায় নিয়ে কেন এমন
নিঠুর খেলায় মাতলে।

আমার অশ্রুসজল কাহিনী,
আমি তোমারে শুনাতে আসি নি।

আঁখি জল ফেলি অনুরাগ হারা
করুণা কুড়াতে চাহি নি।

ভালবাসা সে যে পূত হৃদয়ের সাধনা,
শারদ আকাশে অমল ধবল জোছনা।

চাওয়া পাওয়া ভরা হিসাব মিলাতে
তোমারে ত' ভালবাসিনি।

আপাত মধুর আশা গুঞ্জন ছড়ায়ে,
দিই নাই আমি তোমার চিত্ত ভরায়ে
মিথ্যায় ভরা স্তুতি গান গেয়ে
তোমারে ভুলাতে চাহি নি।

সত্য পাবক মিথ্যা ভস্মে পড়িয়াছে শুধু ঢাকা,
রঙ্গিন চশমা নয়নে দেখায়
পৃথিবী রঙেতে আঁকা।

সত্য আলোকে মিথ্যা আঁধার ঠেলিয়া
নিরখিবে যবে নির্ম্মল আঁখি মেলিয়া
আমার সকলই জানিতে পারিবে
(যা) তোমারে জানাতে পারি নি।

সবাই যদি চলিয়া যাবে যাক
রহিবে তুমি ত' পাশে,
নীরব ভুবন মুখরিত হবে
তোমার মধুর ভাষে।
দিশাহারা হ'লে দিশাটি দেখাবে
ধ্রুবতারা সম চির জেগে রবে
সব দ্বিধা ভয় দ্বন্দ্ব মিটিবে
তোমার স্নিগ্ধ পরশে।
শত দুঃখ গ্লানি বেদনার ভরে
যদি ছেড়ে পাল দীপ নিভে ঝড়ে
সে আঁধার মাঝে সকলই সহিব
তবু ভাঙ্গিব না হতাশে।
প্রীতি ও প্রেমের বর্ত্তিকা লয়ে
রহিবে তুমি ত' পাশে।

স্মৃতির আঁধারে হাতরিয়ে ফিরি
খুঁজিয়া পাই না আলো,
তবু মনে হয় কেউ একদিন
বেসেছিল যেন ভালো।

ডেকেছিলে যেন নিয়ে ভালোবাসা,
বুঝিতে পারিনি সে নীরব ভাষা
জানি নাক আমি কোন সে দুরাশা
আমায় দুরেতে সরালো।

জীবন আমার সোনা করেছিল
ক্ষণেক পরশ দিয়ে;
সে পরশমনি কোথায় লুকাল
সবকিছু তার নিয়ে।

ছায়া ছায়া ঘেরা সে জগৎ হ'তে
পারি না তাহারে কাছে টেনে নিতে
ফুটাতে পারি না মনের পটেতে
সরায়ে আঁধার কালো।

মেয়ে—

ও সুজন নেয়ে, আইস্তে আইস্তে
বাইও তোমার নায়,
নদীর বুকে উঠছে তুফান ঢেউ
তোমার দাঁড়ের ঘায়।
পীদিম জ্বালার আগে তুলসীমূলে,
জল আনতে এলেম নদীর কূলে,
ঢেউএর দোলায় কলসী উঠে দুলে,
আমার জল ভরা হোলো দায়
আইস্তে আইস্তে বাইও তোমার নায়

পুরুষ-

ও অচিন গাঁয়ের মেয়ে
কত গেরাম এলেম ফেলে
(হেথা) তোমায় দেখে পরান উঠে দুলে
সামলে রাখা দায়।
সে পরান দোলার ছোঁয়া লেগে,
নদীর বুকে ঢেউ উঠেছে জেগে
তার দোলায় কি দুললো তোমার মন
জানতে মন চায়,—
পরান রাখা দায়।

মেয়ে—

ও সুজন নেয়ে মনের কথা থাকনা মনেতে
তা' বলোন নাহি যায়,
সূর্য্যিঠাকুর বসল পাটে ওই
আমার সময় নাহি হায়।
কলসী ভরে জল নিয়ে তবে,
সাঁজের আগে ঘরে ফিরতে হবে
নয়ত ঘরের লোকে মন্দ কবে
গঞ্জনাতে (আমার) বাঁচন হ'বে দায়
আইস্তে আইস্তে বাইও তোমার নায়।

পুরুষ—

ও অচিন গাঁয়ের মেয়ে
ঘরে ফিরে কাজ কি বল আর
এস আমার নায়,
দুজন মিলে উধাও হ'য়ে যাই
যে দিকে মন চায়।
যেথা ঘরে ফেরার নেইকো তাড়া,
গঞ্জনা নেই দিলেও প্রেমের ডাকে সাড়া,
যেথা হৃদয় দিতে নইকো বাধা
পরান যারে চায়
এস আমার নায়।

মেয়ে— ও সুজন নেয়ে

পুরুষ— ও অচিন গাঁয়ের মেয়ে

উভয়— পীরিত বানে একুল ওকুল
দু কূল ভেসে যায়,
তোমায় নিয়ে ভাসলাম আমি
প্রেমের দরিয়ায়।

সোনাদিনের স্বপ্ন বুনে যাবযে সেই দেশ,
যে লজ্জা ঘৃণা নেইকো ভয়ের লেশ।

যেথা আপন জনে সব রকমে (সবাই)
আপন করে পায়
আইস্তে আইস্তে বাইও তোমার নায়।

—::—